রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ৪, ২০১৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর ও. নং ২৭১-আইন/২০১৩।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সরকারের নির্দেশক্রমে, নিম্নরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম।**—এই উপ-আইন ''ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৩'' নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে-

(১) ''আইন'' অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(২) ''কর্পোরেশন'' অর্থ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন;

(৩) ''দোকান'' অর্থ মার্কেটের লে-আউট প্লানভুক্ত নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য কোন দোকান, স্টল, অফিসিয়াল স্পেস, বাণিজ্যিক স্পেস বা কোন স্ট্যান্ড;

(৪) ''পরিবার'' অর্থ স্ত্রী বা স্বামী বা তাহার উপর নির্ভরশীল পুত্র বা কন্যা;

(৫) ''বরাদ্দ কমিটি'' অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি;

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(৬) ''বরাদ্দ প্রাপক'' বা ''বরাদ্দ গ্রহীতা'' অর্থ কোন দোকানের বরাদ্দ প্রাপক বা বরাদ্দ গ্রহীতা;

(৭) Çফরম" অর্থ এই উপ-আইনের কোন ফরম;

(৮) ''মার্কেট'' অর্থ কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত অথবা সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত কোন বাজার; এবং সরকার বরাবর ন্যস্তকৃত হইবার পর তদকর্তৃক উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে এইরুপ বাজারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) ''মেয়র'' অর্থ কর্পোরেশনের মেয়র।

৩। **বরাদ্দ কমিটি**।—(১) মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি দোকান বরাদ্দ কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) কর্পোরেশনের প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(গ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ (এক)জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা কাউন্সিলর, তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকিলে প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন পুরুষ ও ১(এক) জন মহিলা কর্মকর্তা;

(ঘ) কর্পোরেশনের সচিব;

(ঙ) কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী;

(চ) কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা;

(ছ) কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা;

(জ) কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা;

(ঝ) কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা;

(ঞ) কর্পোরেশনের উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার), যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদের শেষ হইবার পূর্বে মেয়র যে কোন মনোনীত সদস্যকে, কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্তরূপ কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৪। **বরাদ্দ কমিটির সভা**।—(১) এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বরাদ্দ কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বরাদ্দ কমিটির সভা, উহার সভাপতির সম্মতিক্রমে উহার সদস্য সচিব কর্তৃক আহত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি বরাদ্দ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৬(ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) বরাদ্দ কমিটির সভায় উহার প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং কোন বিষয়ে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৫। **বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলী**।—বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নক্রমে মেয়রের নিকট উপস্থাপন করা;

(খ) দোকানের সালামী, ভাড়া, ইত্যাদি নির্ধারণ করিয়া কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব পেশ করা;

(গ) প্রতি তিন বৎসর অন্তর দোকানের ভাড়া, ইত্যাদি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়নক্রমে কর্পোরেশনের নিকট পেশ করা;

(ঘ) এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যাবতীয় ফি, সার্ভিস চার্জ, সালামী ইত্যাদি নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রণয়নক্রমে কর্পোরেশনের নিকট পেশ করা;

(ঙ) অস্থায়ী ভাবে প্রদত্ত বরাদ্দসমূহকে স্থায়ী করণের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

৬। **দোকান বরাদ্দের অনুপাত**।—(১) যেকোন মার্কেটের দোকানসমূহ, এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বরাদ্দ প্রদান করা হইবে, যথা:-

(ক) বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে-

(অ) ৭৫%(শতকরা পচাত্তর ভাগ) দোকান সাধারণ প্রার্থীগণের মধ্যে;

(আ) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান মুক্তিযোদ্ধা বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যদের মধ্যে;

(ই) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, সমাজসেবা, শিক্ষা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন বা অন্য কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যদের মধ্যে;

(ঈ) ২% (শতকরা দুই ভাগ) দোকান প্রতিবন্ধীদের মধ্যে;

(উ) ৩% (শতকরা তিন ভাগ) দোকান, কর্পোরেশনে বা স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মধ্যে চাকুরীকালীন সময়ে কেউ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে বা পংগুত্ব বরণ করিলে বা আকস্মিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিলে, তাহাদেরকে বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহাদের পোষ্যদের মধ্যে;

(খ) ১০% (শতকরা দশ ভাগ) দোকান মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি উপযুক্ত আবেদনকারীগণের মধ্যে বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(গ) দফা (ক) এর উপ- দফা (আ)-(উ) এবং দফা (খ) তে বর্ণিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদন স্বল্পতার কারণে কোন দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব না হইলে উক্ত দোকান দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) তে বর্ণিত সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাইবে।

ব্যাখ্যাঃ ''ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি'' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন স্থানে মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে কর্পোরেশন কর্তৃক স্থায়ী বা অস্থায়ী বৈধ বরাদ্দ প্রাপক বা ঐ স্থানে বৈধভাবে ব্যবসায়রত ছিলেন এবং যিনি মার্কেট নির্মাণের কারণে উক্ত ভবন বা ভূমির মালিকানা হারাইয়াছেন।

৭। **দোকান বরাদ্দের নিয়মাবলী।**—(১) যে কোন দোকান বরাদ্দ গ্রহণের জন্য ফরম ―ক" অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত দোকানসমূহ বরাদ্দের লক্ষ্যে বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, সালামীর টাকার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে ও কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে এবং বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করিবে।

(৩) বরাদ্দ কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন উহা গ্রহণের শেষ তারিখের পরবর্তী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে যাচাই- বাছাইক্রমে মেয়রের নিকট দোকান বরাদ্দের সুপারিশ দাখিল করিবে।

(৪) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী, কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে, ধার্যকৃত সালামীর ৫০%(শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবে।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ বর্ণিত সালামীর অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী, কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে, ধার্যকৃত সালামীর ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এ বর্ণিত সালামীর অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির পর ৫(পাঁচটি) সমান কিস্তিতে কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) ও (৭) এ উল্লিখিত সালামীর অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামীর ১০% (শতকরা দশ ভাগ) কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৯) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন এক দোকানের জন্য একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে বা আবেদনের সংখ্যা দোকানের মোট সংখ্যার অধিক হইলে বরাদ্দ কমিটি সভায় অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপক নির্বাচন করিবে।

(১০) মেয়র উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবে বা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে উহা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ পুনঃবিবেচনার জন্য বরাদ্দ কমিটির নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(১১) বরাদ্দ কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে উহা পুনঃবিবেচনাক্রমে পুনরায় সুপারিশ প্রণয়ন করিয়া মেয়রের নিকট পেশ করিবে এবং মেয়র উহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১২) উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর অধীন অনুমোদন বা উপ-অনুচ্ছেদ (১১) এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত দোকান নম্বর উল্লেখ পূর্বক অনুমোদিত তালিকা ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে টানাইয়া দিতে হইবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(১৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১২) এর অধীন তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের অনুকূলে ও তাহাদের স্থায়ী ঠিকানায় বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৪) সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে উক্ত দোকান তালিকাভুক্ত অবশিষ্ট আবেদনকারী একজন হইলে তাহাকে এবং একাধিক আবেদনকারী থাকিলে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(১৫) সাময়িক বরাদ্দ প্রাপক বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে সালামী হিসাবে জমাকৃত তাহার অর্থের ৫%(শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

(১৬) উপ-অনুচ্ছেদ (১৩) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক বরাদ্দপত্রে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সালামীর অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৭) মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক, তৎকতৃর্ক মনোনীত ব্যক্তির অনুকূলে অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (খ) তে বর্ণিত সংরক্ষিত দোকান সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপে বরাদ্দ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সালামীর টাকা আদায়, জামানত বাজেয়াপ্ত, ইত্যাদি বরাদ্দ পরবর্তী সকল কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৮। **লটারী।**—(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এর অধীনে দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সভায় লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করা যাইবে।

(২) লটারী অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া লটারী অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) লটারী অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

৯। **পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদান।**—(১) কোন দরখাস্তকারী বরাদ্দপত্র প্রদানের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহণের অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জমাকৃত টাকা ফেরত নেওয়ার আবেদন করিলে, উক্ত আবেদন পাওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে কর্পোরেশন তাহার জমাকৃত পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা আবেদনকারী বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে দোকান বরাদ্দ দেওয়া না হইলে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফর্ট বা জমাকৃত টাকা দরখাস্তকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১০। **অস্থায়ী মার্কেট বা দোকান নির্মাণ।**—কর্পোরেশন, উহার মালিকানাধীন খালি জায়গায়, তদকর্তৃক নির্মাণ ব্যয় ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক, স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে নির্মাণ ব্যয় বাবদ আদায়কৃত অর্থ দ্বারা অস্থায়ী দোকান বা মার্কেট নির্মাণ করিয়া সমিতি বা সমিতির সদস্যদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে। তবে সমিতি নিজস্ব অর্থে দোকান নির্মাণ করিতে চাহিলে কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে তাহা করার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

১১। **দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়।**—(১) বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (খ) এর অধীন দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না।

(২) বরাদ্দ কমিটি, কর্পোরেশনের পরিকল্পনা বহির্ভূত বা মার্কেট বা ভবনের মূল পরিকল্পনার বাহিরে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিবে না।

(৩) কোন ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে একাধিক দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না।

১২। **সালামী ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ।**—(১) কর্পোরেশন, বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য মার্কেটের কোন দোকানের অগ্রিম সালামী, সালামী ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে।

(২) বরাদ্দ কমিটি, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুপারিশ প্রণয়নকালে দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষংঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় লইবে।

১৩। **চুক্তি সম্পাদন ও দখল হস্তান্তর।**—(১) কর্পোরেশন নির্ধারিত সালামীর সমুদয় টাকা পরিশোধের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করিবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ প্রাপকের সহিত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি বরাদ্দ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কর্পোরেশন দোকানের দখল বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করিবে।

(৪) কর্পোরেশন দখল হস্তান্তরের তারিখ হইতে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হতে ধার্যকৃত হারে দোকানের ভাড়া আদায় করিবে।

১৪। **দোকানের দখল সমর্পণ।**—(১) বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানের দখল বুঝিয়া নেওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় দোকান কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করেন, তাহা হইলে সালামীর অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্তন সাপেক্ষে, উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২) বরাদ্দ প্রাপক দোকানের দখল বুঝিয়া নেওয়ার পর যদি উক্ত দোকান স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করেন, তাহা হইলে সালামীর অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য পাওনা কর্তন সাপেক্ষে সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহাকে সালামীর অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১৫। **দোকানে ব্যবসা আরম্ভ করা।**—(১) বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া নেওয়ার ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দ প্রাপকের আবেদনক্রমে কর্পোরেশন বিশেষ বিবেচনায় উক্তরূপ সময়সীমা অনধিক ৬০ (ষাট)দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এক্ষেত্রে কর্পোরেশন জমাকৃত সালামীর টাকার ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অন্যান্য পাওনা কর্তন করিয়া বরাদ্দ বাতিলের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতাকে সালামীর অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিবে।

১৬। **মাসিক ভাড়া পরিশোধ।**—(১) বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি মাসের ভাড়া উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নিধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বকেয়া ভাড়ার উপরে ১৫% হারে সারচার্জ আরোপ হইবে।

১৭। **দোকানের ভাড়া বা সাব-লেট, ইত্যাদিতে বাঁধা-নিষেধ।**—(১) বরাদ্দ প্রাপক কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও নিকট দোকান ভাড়া বা সাব-লেট প্রদান করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে ০৩ (তিন) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা অনুমতি ফি (অফেরৎযোগ্য) প্রদান সাপেক্ষে দোকান ভাড়া বা সাবলেট প্রদান করা যাইবে।

(২) দোকানের ভাড়া বা সাব-লেট প্রদানের ক্ষেত্রে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করিবে।

১৮। **দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, ইত্যাদি।**—বরাদ্দ প্রাপক নিজ খরচে দোকানের বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাইবে এবং উহার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৯। **কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ।**—(১) বরাদ্দ প্রাপক দোকানের কোন কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে বরাদ্দ প্রাপক নিজ খরচে কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন না করিয়া অস্থায়ীভাবে উহার পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের বিদ্যমান কোন মার্কেট ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্মাণকালীন সময়ে বরাদ্দ প্রাপক কর্পোরেশনের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকান খালি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে এবং দোকান খালি করিয়া দেওয়ার ফলে তাহার ব্যবসায় সাময়িক অসুবিধার জন্য কর্পোরেশনের নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবে না ।

২০। **দোকানের ব্যবহার।**—যেই ব্যবসার জন্য দোকান বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যবসা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যবসার জন্য বা আবাসিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন বেআইনী বা অনৈতিক কাজে উহা ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে বরাদ্দ প্রাপক সংশ্লিষ্ট দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা কর্পোরেশনের অনুকূলে জমা প্রদান করিয়া কেবল ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করিতে পারিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশন পূর্বানুমোদন প্রদানের পূর্বে ব্যবসার ধরনের পরিবর্তনের প্রকৃতি ও বৈধতা নিশ্চিত হইবে।

২১। **সার্ভিস চার্জ বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ।**—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ বা ফি বরাদ্দ প্রাপক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

(২) বরাদ্দকৃত দোকানে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন বা অনুরূপ কোন সার্ভিস ব্যবহৃত হইলে বরাদ্দ প্রাপক উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ, ফি বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

২২। **দোকান পরিদর্শন।**—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ে দোকান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপক বা তাহার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) পরিদর্শনকালে কোন দোকান অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পরিলক্ষিত হইলে কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে উহা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করিবার এবং অস্বাস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ করিবার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানটিকে পরিচ্ছন্ন না করেন বা স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় ফিরাইয়া না আনেন বা অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ না করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজ খরচে দোকানটিকে পরিচ্ছন্ন করিবে বা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবে বা অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ করিবে বা এতদলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারিবে এবং এই বাবদ যে অর্থ ব্যয় হইবে বরাদ্দ প্রাপক উক্ত সমুদয় অর্থ কর্পোরেশন বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবে।

২৩। **ভাড়া, ইত্যাদি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন দোকানের ভাড়া প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পর পর বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ভাড়া বা ফি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুরূপ মার্কেটে প্রচলিত ভাড়া বা বিভিন্ন ফি এর হার বিবেচনায় লইতে হইবে।

২৪। **ভাড়া বা অন্যান্য পাওনা সরকারি দাবী হিসাবে আদায়।**—বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হইতে যাবতীয় বকেয়া ভাড়া ও অন্যান্য পাওনাদি, আইনের ধারা ৮৭ এর অধীন সরকারি দাবি (public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৫। **বরাদ্দ বাতিল।**—(১) অনুচ্ছেদ ২০ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যবসায়ের জন্য দোকান বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যবসায় ব্যাতিরেকে অন্য কোন ব্যবসার জন্য বা আবাসিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিলে বরাদ্দপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং এই ব্যাপারে কোন আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

(২) কোন বরাদ্দ প্রাপক বরাদ্দপত্রের শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে বা বাস্তবায়ন না করিলে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পূরণ করিতে না পারিলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং এই ব্যাপারে কোন আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) নির্ধারিত সময়ে ভাড়া ও অন্যান্য ফি প্রদান না করিলে বকেয়া ভাড়া এবং ফি পরিশোধ না করার কারণে কর্পোরেশন বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) বরাদ্দ প্রাপক চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) বরাদ্দ বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত দোকানের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত বা অনুসন্ধানপূর্বক লিখিত ও বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৬) কর্পোরেশনের উন্নয়নের প্রয়োজনে বা জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রাপক আনুপাতিক হারে সালামী ফেরত পাইবেন।

(৭) কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার পরেও বরাদ্দ প্রাপক উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান না করিলে বা তাহার বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে দোকান বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে কর্পোরেশন উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং বরাদ্দ বাতিলের আদেশ লিখিতভাবে বরাদ্দ প্রাপককে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) দোকানের বরাদ্দ বাতিল আদেশ প্রদানের পর কর্পোরেশন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করিবে এবং এই উপ-আইন অনুযায়ী অন্যত্র বরাদ্দ প্রদান করিবে।

২৬। **বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল।**—(১) অনুচ্ছেদ ২৫ এর অধীন কোন দোকানের বরাদ্দ বাতিল হইলে বরাদ্দ প্রাপক উক্ত বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানা হিসাবে দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকার পে-অর্ডার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর প্রদান সাপেক্ষে দোকানটি পুনঃবরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বরাদ্দ কমিটি যথোপযুক্ত মনে করিলে বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল করিতে পারিবে।

২৭। **পুনর্বিবেচনা।**—(১) এই উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মেয়রের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) মেয়র সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা, এই উপ-আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন আদেশ প্রদান করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

২৮। **আপীল।**—(১) অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারের নিকট উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে আপীল করা হইলে উহার উপর প্রদত্ত সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই উপ-আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে "ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পাবলিক মার্কেট উপ-আইনমালা, ২০০৩" রহিত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত উপ-আইনমালার অধীন—

(ক) প্রদত্ত বরাদ্দ, কৃতকার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এমনভাবে চলমান ও অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে;

(খ) গৃহীত কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে বা কোন ফি, ভাড়া, ইত্যাদি বকেয়া থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন বা আদায় করিতে হইবে যেন উক্ত উপ-আইনমালা রহিত হয় নাই।

ফরম ক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন
দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্র
[অনুচ্ছেদ ৭(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সত্যায়িত ছবি

ক্রমিক নং-

১।	আবেদনকারীর নাম	:	
২।	পিতা/স্বামীর নাম	:	
৩।	মাতার নাম	:	
৪।	জন্ম তারিখ	:	
৫।	জাতীয়তা	:	
৬।	স্থায়ী ঠিকানা	:	
৭।	বর্তমান ঠিকানা	:	
৮।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:	
৯।	পেশা	:	
১০।	বর্তমানে কি ব্যবসায়রত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
১১।	Tax Identification No. (TIN) (যদি থাকে)	:	
১২।	Business Identification No. (যদি থাকে)	:	
১৩।	পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে)	:	
১৪।	বিগত বৎসরের আয়কর প্রদানের সার্টিফিকেট (যদি থাকে)	:	
১৫।	আবেদনের ধরন- (টিক চিহ্ন দিতে হইবে)		(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান (গ) প্রতিবন্ধী (ঘ) সাধারণ কোটা (ঙ) মেয়র কোটা ও অন্যান্য
১৬।	মার্কেটের নাম :		: প্রার্থীত দোকানের আয়তন..... দোকান নম্বর ..... তলা/ ফ্লোর.....
১৭।	কর্পোরেশনের কোন মার্কেটে নিজ বা পরিবারের সদস্যের নামে দোকান বরাদ্দ আছে কিনা?		: হ্যাঁ / না
১৮।	পে অর্ডার নম্বর----------, তারিখ----------, টাকার পরিমাণ----------, ব্যাংকের নাম----------, শাখা----------		
১৯।	আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাব নং (যে হিসাবে তিনি টাকা ফেরত নিতে চান)	:	

হলফনামা

বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক। কোনরকম সত্য গোপন করা হয় নাই বা কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয় নাই। প্রদত্ত তথ্যাদি মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

বিঃদ্রঃ আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সনদসহ হালনাগাদ সকল কাগজ দাখিল করিতে হইবে।

সিটি কর্পোরেশনের আদেশক্রমে

বি এম এনামুল হক

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd